রসসাগর।

অর্থাৎ

কবি ৺ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগরের জীবনী

কবিত্বের সমালোচনা, কবিতা

এবং

উপস্থিত পাদপূরণ।

রসসাগরের জীবনী।

—০:*:০—

ভারত বর্ষের কোন মহৎব্যক্তির জীবনীসংগ্রহ করিতে হইলেই সংগ্রাহকের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। ভারতে পূর্ব্বকালে কেহ ইতিবৃত্ত লিখিতে চেষ্টা করেন নাই। ভারতের কোন কৃতি সন্তানের জীবনবৃত্ত লিখিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তৎ-সম্বন্ধে অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তখন লোকের মনে অত্যন্ত ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত ছিল,—কিসে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইবে, কিসে পারলৌকিক সংবাদ অবগত হওয়া যাইবে, কিসে স্বর্গবাস হইবে, কিসে মরজগতের মায়ার জ্বালা বিদূরিত হইবে, কিসে ধূলাখেলার সংসারের দুদণ্ড ব্যাপী জীবনে পরলোকের কার্য্য হইবে, কিসে মহামায়ার অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করা যাইতে পারিবে, এই চিন্তায়—এই তত্ত্ব আবিষ্কারেই মনীষীগণের মন নিমগ্ন থাকিত। পার্থিব জীবন কিছুই নহে, কাজেই পার্থিব-জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা বিড়ম্বনা বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন।

তৎপরে যে সময়ে আমাদের সমালোচ্য কবি রসসাগরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, তখনকার কথা আবার অন্যপ্রকারের। তখনকার লোকের জ্ঞানানুশীলনে ততটা আসক্তি ছিলনা। লেখাপড়ার চর্চ্চা তখনকার দিনে অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র তখন তাঁদের একচেটীয়া—একাদশী কবে জানিতে হইলেও ভট্টাচার্য্য

বাড়ী যাইতে হইত। যাহারা রাজকর্ম্মচারী, তাহারা সামান্ত পরিমানে পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। ক্বচিৎ দুই এক-জন একটু আধটু ইংরেজীও শিখিয়া ইংরেজের নিকট চাকুরী লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানানুশীলন জন্য কেহই অধ্যয়নাদির দিকে যাইতেন না। সুতরাং জীবন বৃত্তান্ত লেখার ঝঞ্ঝাটে কে যাইবে?

সেই সময় সমাজের মধ্যে আরও এক উপসর্গ আসিয়া জুটিয়া ছিল। তখনকার লোক কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় কবিতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই কবিতা আবার অধিকাংশ স্থলেই আদিরস ঘটিত ছিল,—তখনকার লোক অর্থশূন্য, ভাবশূন্য আদিরস ঘটিত গান ও কবিতা শ্রবণ করিলেও পুলকে পূর্ণিত হইত। প্রেম, বিরহ, মিলন ইহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা লইয়াই সকলে ব্যস্ত ছিল। পিতা পুত্রে, গুরু শিষ্যে একত্রে বসিয়া "কবির গান" শুনিত। মহৎলোকের—কৃতিলোকের জীবনী পাঠে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। কাজেই কেহ সে দিকে যাইতেনও না। যে কবির কবিতা, তাঁহার খোঁজ কেহ লইত না—তাঁহার পরিচয় অবগত হইবার বাসনা কাহারও ছিল না—কিন্তু কবিতা গুলি মুখে মুখে প্রচার হইয়া পড়িত। এই সকল ব্যাপারেই তখনকার কীর্ত্তিমান্ কবিগণেরও জীবনী লিখিত হয় নাই।

কিন্তু ইংরেজী হিসাবে এখন আমরা কাব্য পাঠ করিতে হইলেই কবির জীবনী জানিতে চাহি। এই জন্য এখন যে কোন কবির কাব্য প্রকাশ করিতে হইলেই তাঁহার জীবনী সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তবে এখন সংগ্রহ করা একান্তই সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। লোকের মুখে শ্রবণ

করিয়া, জনপ্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া জীবনী লিখিত হয়, কাজেই তাহাতে ভুলভ্রান্তি আসিয়া পড়িতে পারে। অসত্য প্রচার হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী সংগ্রহকার নাও হইতে পারেন, অবস্থা ও ঘটনা বুঝিয়া এস্থলে তাঁহারা মার্জ্জনীয় হইতে পারেন।

জীবন চরিত লিখিতে হইলে নায়কের চরিত্র যতদূর লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা করাই লেখকের কার্য্য, এবং নায়কচরিত্রের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; কেন না, বৃহৎ কার্য্যে মানব চরিত্র যেমন বুঝিতে পারা যায়, ক্ষুদ্রকার্য্যে তাহা হইতেও অধিক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। লর্ড মেকলে তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন, "হোমর যেমন মহাকাব্য প্রণেতা দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেক্সপিয়র যেমন দৃশ্যকাব্য রচয়িতা দিগের মধ্যে প্রধান, বাগ্মীদিগের মধ্যে যেমন ডিমস্থিনিস্ অদ্বিতীয়, তদ্রূপ—জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে বস্ওয়েল অতুলনীয়।" বস্ওয়েল সামান্য লোক হইয়াও ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ শক্তিশালী জীবনী লেখকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন? তাহার কারণ এই যে, বস্ওয়েল জন্সনের জীবনী লিখিতে তাঁহার জীবনের ঘটনা-স্রোতের মধ্যে যেখানে যেটুকু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, এমন কি হাঁচি-কাশি পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা রসসাগরের জীবনের ঘটনা-বলীর বিশেষ কোন ঘটনাই সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। হরিমোহন বাবু, শ্যামাধব বাবু বা "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত" প্রণেতা স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়-

দিগের মধ্যে কেহই এমন কিছু সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আমি সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের অপেক্ষা সামান্য কিছু অধিক সংগ্রহ ভিন্ন অভিলাষমত কিছুই করিতে পারি নাই।

জেলা নদিয়ার অন্তর্গত বাগোয়ানের সন্নিকটস্থ বাড়িবাঁকা গ্রামোপান্তে একঘর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা দুইটি শিশুপুত্র এবং একটি কন্যা তাঁহার বিধবা পত্নীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ব্রাহ্মণ মুর্শিদাবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানীর রেশমের কুঠীতে চাকুরী করিতেন, প্রবাদ ছিল—তিনি মৃত্যুকালে অনেক ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণের কি নাম ছিল, অনেক চেষ্টাতেও তাহা জানিতে পারি নাই। অনেকে অনুমান করেন, যে, তিনি মুর্শিদাবাদে চাকুরী করিতেন বলিয়া এদেশে আগমন এবং সেই উপলক্ষেই এদেশে বসবাস করেন। তবে আপত্তি হইতে পারে, সেই কথাই যদি স্থির হইত, তবে তাঁহার মুর্শিদাবাদে বসতি করাই শ্রেয়ঃ বোধ হয়। কিন্তু তাৎকালিক অবস্থা আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, তখন মুর্শিদাবাদে বসবাস করা একপ্রকার বিড়ম্বনা। কেহ স্ত্রীপুত্র লইয়া সহজে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইত না। মুসলমান-ভীতি তখনও যায় নাই—ইংরেজের রাজত্বের অভ্যুত্থান ও প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলেও ঘরপোড়া গরুর সিন্দূরে মেঘে আশঙ্কা ঘুচে নাই। কাজেই ব্রাহ্মণ নিজ বাসস্থান বারেন্দ্রভূমির অপেক্ষা নিজ কর্ম্মস্থান মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে নদিয়া জেলায় পরিবারাদি লইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবাপত্নী শিশু-

পুত্র দুইটি ও একটি কন্যা লইয়া বাড়িবাঁকা গ্রামেই বসতি করিতে লাগিলেন।

পুত্র দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়স তখন দশ বৎসর এবং কনিষ্ঠের বয়স পাঁচবৎসর, কন্যাটি মধ্যমা। এই বড় পুত্রটিই আমাদের কবি রসসাগর—ইঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় ১১৯৮ সালে বাড়িবাঁকা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তখনকার হিসাবে কিছু বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তৎপরে পিতৃবিয়োগ হইলে, তিনি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীর ঠাকুর পূজা ও ছোকরাবাবুর দলে মিশিয়া গান বাজনা করিয়া বেড়াইতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের দেহাবয়ব দীর্ঘ ও স্থূল ছিল। স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল ও বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল।

এই সময়ে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দস্যু-তস্করের প্রাদুর্ভাব দেশের মধ্যে প্রবল। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠীতে চাকুরী করিয়া অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, এই জনপ্রবাদে দস্যুদিগের নজর সেই পরিবারের উপরে আপতিত হইল।

একদিন কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় তমিস্রা রজনীর মধ্যাংশে কতকগুলি দস্যু মশাল হস্তে আসিয়া ভাদুড়ী মহাশয়দিগের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাদুড়ী মহাশয়দিগের বাড়ীতে দাষদাসীর মধ্যে কেবল একজন গোপজাতিয় পুরুষ ছিল। তখনকার কালের সকলেই লাঠিশড়্কী চালান অভ্যাস রাখিত। ভাদুড়ী মহাশয়দিগের বাড়ীস্থ ভৃত্যও সে বিষয়ে

দক্ষ ছিল, সবলকায় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ও লাঠিখেলা শিখিয়াছিলেন,—এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। বালক কৃষ্ণকান্ত এবং ভৃত্য কিয়ৎক্ষণ ডাকাতির প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়াছিলেন, কিন্তু কতক্ষণ?—অল্পক্ষণ মধ্যেই ভৃত্য একটা শূলাঘাতে ভূপতিত হইল,—বালক কৃষ্ণকান্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু একজন দস্যু গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং একঠা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। তৎপরে তাহারা কৃষ্ণকান্তের মাতাকে পীড়ন করিয়া সঞ্চিতার্থ সমুদয় অপহরণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। কিন্তু দস্যুগণ যেরূপ আশা করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। লোকপ্রবাদে যেরূপ ধন সঞ্চয় থাকার কথা তাহারা শুনিয়া আসিয়াছিল, বাস্তবপক্ষে ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতা সেরূপ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, এই ঘটনাতেই ভাদুড়ী মহাশয় দিগকে অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাড়ি বাঁকা গ্রামে ভাদুড়ী মহাশয়দিগের পৈত্রিক আবাস স্থল নহে, সুতরাং সেখানে তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় ও তখন সেরূপ লেখা পড়া জানিতেন না যে, কোন প্রকারে চকুরী বাকুরী করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

যখন তাঁহার বয়স ষোড়শবৎসরের সীমায় উপস্থিত হইল, তখন তিনি নিতান্ত অর্থকষ্টে আপতিত হইলেন। অর্থকষ্টে পতিত হইয়া ভাবিলেন, একবার মুর্শিদাবাদে গিয়া পিতৃবন্ধুগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দেখি—তাঁহাদের সাহায্যে যদি একটু চাকুরী প্রাপ্ত হই, এইরূপ ভাবিয়া ভাদুড়ী

মহাশয় মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সেখানে গিয়া তাঁহার পিতার একজন বন্ধুর নিকটে আপন অবস্থার কথা বলিয়া যাহাতে তাঁহার একটা উপায় হইতে পারে, তাহা করিয়া দিতে বলিলেন।

ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতৃবন্ধু তাঁহার শিক্ষা-বিষয় অবগত হইতে পারিয়া বলিলেন,—"এরূপ লেখাপড়ায় চাকুরী হয় না। তুমি যদি কিছু পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে পার, তবে নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া দিতে পারি।

পিতৃবন্ধুর নির্দ্দেশমতে ভাদুড়ী মহাশয় অত্যন্ত নিপুনতার সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন, এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি পারসি ও উর্দ্দু ভাষায় সুন্দর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যতঃ সেই সময়েই তাঁহার পিতৃবন্ধুর মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁহাকে চাকুরীর আশায় জলাঙ্গলী দিয়া বাড়িবাঁকায় ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, কিন্তু ভগিনী ও ছোট ভ্রাতার কি হইল, তাঁহারা কোথায় থাকিলেন, কি করিলেন—তৎসম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হওয়া যায় না। কেহ বলেন, ভাদুড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগর গমন করিলে, কিছুদিন পরে তাঁহার ভ্রাতাও কৃষ্ণ নগরে গমন করেন, এবং তথায় জ্যেষ্ঠের সঙ্গে পৃথকান্ন হইয়া বসতি করেন, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, ভাদুড়ী মহাশয় চাকুরীর আশায় কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথায় রাজ-সরকারে কোন প্রকার একটু পদপ্রার্থী হইবার জন্য রাজ পুরোহিতের শরণাপন্ন হয়েন। এই সময় হইতেই কবির প্রতিভা আপনিই বিকশিত হইতে আরম্ভ

হয়। ভাদুড়ী মহাশয় বাল্যকাল হইতেই পাদপূরণ ও ছোট ছোট কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। চাকুরীর উমেদারি অবস্থায় কয়েক দিবস মাত্র ভট্টাচার্য্য ভবনে অতিবাহিত করায়, গুণজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, বালকের হৃদয়ে যে প্রতিভা আছে, শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে কালে তদ্দারা তিনি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান হইবেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া ভাদুড়ী-মহাশয়কে গৃহে আশ্রয় প্রদান করেন, ও তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন।

প্রায় তিন বৎসরকাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের গৃহে অবস্থিতি করিয়াও যখন চাকুরীর কোন উপায় করিতে পারিলেন না, তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়া ভাদুড়ী মহাশয় স্থান-ত্যাগের সংকল্প করিলেন।

ভাদুড়ীমহাশয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ;—কৃষ্ণ-নগর নিবাসী জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয় বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন. অর্থাভাবে আমি নিজেই খাইতে পাই না, বিবাহ করিয়া আবার কি করিব? কুলীনে কন্যাদান প্রয়াসীব্রাহ্মণ কিন্তু নাছোড়—তিনি বলিলেন, কন্যাজামতা উভয়কেই আমি ভরণ পোষণ করিব। ভাদুড়ীমহাশয় এই প্রস্তাব শুনিয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ভাদুড়ী মহাশয় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সম্ভবতঃ মনে মনে তখন ঐ বিবাহ বিষয়েরই চিন্তা করিতে ছিলেন।

এই সময়ে পথ দিয়া মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

একজন মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন,—তিনি প্রত্যূষে এইরূপেই ভ্রমণ করিতেন। মহারাজা যাইতে যাইতে দেখেন, পূর্ব্বদিকে কেবল বালারুণের রশ্মিকীরিট উদ্ভাসিত হইতেছে,—পার্শ্বে, চ্যূত-মুকুলের গাত্রে মলয়ানিল লাগিতেছে, চ্যূত-মুকুল দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণনগরাধিপতি পার্শ্বস্থ সহচরকে বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! বসন্ত কালের প্রভাত কি মনোহর!"

কবি ভাদুড়ী মহাশয় রাজাকে চিনিতেন না। তিনি তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ ক্ষমতায় তদ্দণ্ডেই একটি কবিতা রচনা করিয়া প্রভাত বর্ণনা করিলেন, এবং তৎসঙ্গে নিজ দরিদ্রতা এবং বিবাহ সম্বন্ধও বর্ণনা করিয়াছিলেন। তত্তচ্ছ্রবনে মহারাজা কবির উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তৎপরে যথা সময়ে রাজবাড়ীতে ভাদুড়ীমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাকে একটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অতঃপর কবি প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এবং এই সূত্রেই তিনি কৃষ্ণনগরে বসতি করেন। ক্রমে তাঁহার কবিতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া মহারাজা তাঁহাকে মাসিক ত্রিংশৎ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া নিজ সভার সভাসদ্ করেন। এখনকার দিনে মাসিক ত্রিশটাকা আয় হইলে কোন ভদ্রলোকেরই চলেনা। কিন্তু তখন মাসিক ত্রিশটাকা আয়, নিতান্ত কম ছিলনা—তখন৹ টাকায় দুই মণ চাউল পাওয়া যাইত।

যাহা হউক, ক্রমে ভাদুড়ী মহাশয় জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা অনেকগুলি ভাষায় অধিকার লাভ ও কবি বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়কে "রস-

সাগর” উপাধি প্রদান করেন। রসসাগরের একপুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্যা এবং পুত্রটি অকালে কালকবলে পতিত হয়। একটি মাত্র কন্যা জীবিত ছিলেন। বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে রসসাগর শান্তিপুরে কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। অবগত হইলাম, নদিয়া জেলার জমিদার মিঃ বিপ্রদাস পালের অধীনে আজি কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার দৌহিত্র বৃদ্ধ বয়সেও কার্য্য করিতেন।

রসসাগর বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীর বলিয়া শান্তিপুর দুহিতার ভবনে গিয়া বসবাস করেন, এবং সেই স্থানেই ১২৫১ বঙ্গীয়াব্দে ৫৩ তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মুখে মুখে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, রসসাগর অতিশয় চতুর, রসিক, উপস্থিত বক্তা এবং আমোদ প্রিয় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিরহঙ্কারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তিন মিশিতেন। সকলের মুখের উপরেই স্পষ্ট ও উচিত কথা বলিয়া দিতেন, তাহাতে কোনপ্রকার ভয় বা চক্ষু লজ্জা করিতেন না। অবশ্য তাঁহার ঐরূপ উত্তরাদি কবিতা করিয়াই বলিতেন।

কবিত্ব সমালোচনা।

—— ০ঃ*ঃ০ ——

রসসাগর কোন্ শ্রেণীর কবি, এবং তাঁহার কবিতা কতদূর উৎকৃষ্ট, তাহার একটা সমালোচনারও প্রয়োজন। কেন না, এখনকার নিয়মই এইরূপ। এইরীতি এখনকার সকল লেখকই অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং আমি ইহার বৈপরাত্য পথাবলম্বন করিলে কাজেই—আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

অনেকে রসসাগরকে ইংলণ্ড নিবাসী বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা কবি থিয়োডোর হুকের সহিত সর্ব্বাংশে সমতুলা বলিয়া স্বীকার ও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু থিয়োডোর হুক উপস্থিত বক্তা হইলেও তিনি তথাকার প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া পরিগণিত নহেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও তাঁহার স্থান অনেক নিম্নে। কিন্তু ইংলণ্ডের মত দেশে হোমর সেক্সপিয়রের তুলনায় থিয়োডোর হুক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হইতে পারেন, কিন্তু অস্মদ্দেশে বঙ্গভাষার কবিদিগের মধ্যে রসসাগর কেন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি বলিয়া সমালোচকগণের মতে নির্ণীত হইলেন, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কবি-সুলভ অনন্য সাধারণ যে সকল গুণরাশিতে রসসাগর মণ্ডিত ছিলেন, তাহা অস্মদ্দেশীয় প্রথম শ্রেণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বাচিত অনেক কবিতেও নাই। সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দর্শনে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি অসাধারণ সত্বরতার সহিত মিল রাখিয়া পদবিন্যাস করিতে পারিতেন।

তবে একটা কথা এই যে, রসসাগর আদিরসের অবতারনায় তেমন বাহাদুরি বা করিগিরি করেন নাই। আমার বিশ্বাস, এই দোষেই তাঁহার আসন নিম্ন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে দেশের লোকে,—

"রাজবাড়ী ফুল যোগাই কেমন ক'রে,
যামিনীতে কামিনী ফুল নিত্য নে যায় চোরে।
এমন কর্ম্ম কে করিল, ফুলের কুঁড়ি মুচ্‌ড়ে দিল,
আটাতে ডাল ভাসিয়ে গেল, তলায় খোঁচা মেরে।"

এই অসার অর্থশূন্য গান শুনিয়া শতমুখে প্রশংসা করে, সে দেশে রসসাগরের সামাজিক ও নৈতিক কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইবে কেন? উক্ত গানটির কোন প্রকার অর্থই হয় না—কোন প্রকার ভাবই লাগে না। পাঠক, মনে মনে যে প্রকার অর্থই করিতে যাইবেন, কিন্তু কোন প্রকার অর্থই করিতে পারিবেন না। কোন প্রকার অর্থই সংলগ্ন হইবে না। তাতেই বলিতেছিলাম, যে দেশের কবিতা ঐরূপ, সে দেশে অন্য রসের কবিত্ব নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইবে না ত কি হইবে! যে দেশে কলুষ নাশার্থে ভগবতী ভাগীরথীর স্তব করিতেও ভক্তগণ পাঠ করিয়া থাকেন, "বস্থধাশৃঙ্গার হারাবলী" অথবা "তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং।" মাতৃ-রূপিনী আদ্যাশক্তির ধ্যানপাঠ করিতেও যে দেশে "পীনো-ন্নত পয়োধরাং" অথবা "স্তনভারনম্রাং" না বলিয়া ভক্তি করিতে পারে না, সে দেশে আদিরসের কবিতা না লিখিলে কি উচ্চ শ্রেণীর কবি হওয়া যাইতে পারে? যে দেশের কবিতায় কেবল নির্ম্মল চন্দ্রিকা আর প্রফুল্ল মল্লিকা, কোকি-লের কূজন আর ভ্রমরের গুঞ্জন, কবরীভূষণ আর কাঁচলি

ক্ষসন, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জ্বালা, সে দেশে আদি-রসের কবিতা লইয়া আসরে না নামিলে উচ্চশ্রেণীর কবি হওয়া যাইবে কেমন করিয়া ?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অনুভাবকতা এবং কল্পনা। রসসাগরে অনুভাবকতা যাদৃশ বর্ত্তমান, তাহা অনন্য দুর্ল্লভ। সামান্য একটু কথা বলিলেই তিনি প্রশ্নকারীর মনের ভাব অনুভব করিয়া পাদপূরণ করতঃ তাহা কবিতায় পরিণত করিতে পারিতেন। সেই পাদপূরণ অতিসুন্দর কবিতায় পরিনত হইত, ইহা কম ক্ষমতার কথা নহে। রসসাগর অসাধারণ সত্বরতার সহিত মিল রাখিয়া পাদ বিন্যাস করিতে পারিতেন, তবে দ্রুত রচনায় যে ত্রুটী ঘটিয়া থাকে, রসসাগরের কোন কোন কবিতাতেও কদাচিৎ তাহা পরিদৃষ্ট হইত! এবং স্থানে স্থানে ছন্দের এক আধটু দোষও ঘটিয়া যাইত।

সুধীবর অরিষ্টটলের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত কোন এক মহান্ গাম্ভীর্য্য, এক ব্যাপক সত্যসমাবেশের চিরন্তন সম্বন্ধ আছে। সত্য শূন্য গাম্ভীর্য্যবিহীন কবিতা উচ্চ কাব্য নামের অধিকারী নহে। ব্যাস, বাল্মিকী, হোমর, দান্তে, সেক্সপিয়র, কালিদাস, গেটে—ইঁহারা মহাকবি।" কারণ ইঁহাদের কাব্যে ঐ ব্যাপক সত্য, ঐ মহান্ গাম্ভীর্য্য পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। আমার বিশ্বাস, রসসাগরের অনেক কবিতায় ব্যাপক সত্যের সমাবেশ আছে। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এইভাব অভিব্যক্তির সহায়ক—চরিত্র সৃষ্টি, রসের অবতারণা। বর্ণনার চাতুর্য্য, আখ্যানের মনোজ্ঞতা এবং অলঙ্কারের তাদৃশ কৌশল নাই। নাই কেন, সে কথা রসসাগরের কবিত্ব সমালোচনায় উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন, "আপন কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার সুবিধা বোধ হয় রসসাগরের কখন হয় নাই। কবি হৃদয়ের নিভৃত বিজনে যে সকল গভীর ভাব বিহার করিয়া বেড়ায়, তেমন ভাব যদি রসসাগরের হৃদয়েও খেলিয়া থাকে, তাহা তিনি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা আমরা পাইয়াছি, তাহা অন্যের ফরমায়েস অনুসারে রচিত। এসকল জিনিষ যে ফরমায়েসে ভাল হয় না, ইহা সকলেই জানেন। 'প্রাইজ পোয়েম' কস্মিনকালে উচ্চদরের জিনিষ হয় নাই। ফরমায়েসী গান ভাল হয় না। এই সকল কবিতায় যতখানি ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে, হয়ত রসসাগরের ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অধিক। অধিক হউক, অল্প হউক, গ্রন্থখানি আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সময় বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া বোধ হইবে না।"

চন্দ্রশেখর বাবু অন্যত্র আরও বলিয়াছেন, "রসসাগরের রচনায় বিলক্ষণ কারিগিরি আছে। রসসাগর যে বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোক, তাহা আমরা স্বীকার করি।"

যাহা হউক, আমরা রসসাগর মহাশয়কে কাহারও সহিত তুলনা করিতে চাহিনা—তবে তাঁহার কবিতাগুলি যে অত্যন্ত মনোমদ তাহা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

অনেকে বলেন, তাঁহার কবিতা অনেক স্থলে সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ। অনুসন্ধানে আমরাও তাহার কতকাংশ পরিচয় পাইয়াছি। এস্থলে মাত্র কয়েকটির পরিচয় প্রদান করিতেছি ;—

প্রশ্ন—কাট পাথরে বিশেষ কি ?

রসসাগরের পূরণ,—

“তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ী হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি॥
যখন ঠেক্‌বে পা, ঘুচ্‌বে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি ?॥

যে সংস্কৃত কবিতার ইহা ভাবানুবাদ, তাহা এই—

মানুষীকরণ রেণুরস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে নাথ! দারুদৃশদোস্তকাভিদা॥

প্রশ্ন—গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল।

রসসাগরের পূরণ,—

হেন উপকার আর না করিবে কেহ।
বিরহিনী বলেন কল্যানে থাক রাহু॥
যদি বল শশীখেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

যে সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ, তাহা এই—

বিরহানল-সন্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎ সৃজ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ॥

প্রশ্ন—শমন-গমনে কেন তুমি অগ্রগামী ?

রসসাগরের পূরণ,—

শক্তিশেলে লক্ষণ পড়িলে রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী।

শিক্ষা-দীক্ষা-বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন-গমনে কেন তুমি অগ্রগামী?

সংস্কৃত কবিতাটি এই—

ধনুষি নিপুনশিক্ষা বেদমন্ত্রেষু দীক্ষা।
জনকনৃপতিগেহে চাগ্রতো মে বিবাহঃ।
ইদমনুচিতমস্মিন্নগ্রজে বিদ্যমানে।
শমন-ভবন যানে যদ্ভবানগ্রগামী॥

অনেকে বলেন, সংস্কৃতের অনুবাদ করিয়া পাদপূরণ করিয়াছেন বলিয়া রসসাগর অপরাধী। কিন্তু এই অপরাধের হেতুভূত বিশেষ কারণ আমরা কিছুই দেখিতে পাই না।

প্রশ্ন ও পাদপূরণ।

প্রশ্ন।

"যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে।"

পূরণ।

পুত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে।
ঋষি আসি প্রবেশিল আশ্রম-কুটীরে॥
কুশময় কুমার স্থাপিল শূন্য ঘরে।
জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে॥
একে কৈল যুগল বাল্মীকি মুনিবরে।
যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে॥

প্রশ্ন।

"শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী"

পূরণ

শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলা রণভূমি।
কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি।
শমন-গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

প্রশ্ন।

"হায় হায় হায় রে।"

১ম পূরণ।

অক্রূর আসিয়া রথে, লয়ে যায় ব্রজনাথে,
বলরাম তাঁর সাথে, মধুপুরে যায় রে।
কান্দি গোপীগণ যত, প্রেমধারা অবিরত,
যমুনা তরঙ্গ মত, দুনয়নে বয় রে॥
শুনি রাণী যশোমতী, কান্দিয়া লোঠায় ক্ষিতি,
বলেন রোহিনী সতী, এ কি হল দায় রে।
দুপুরে ডাকাতি করি, প্রাণধন প্রাণহরি,
কে মোর নিল রে হরি, হায় হায় হায় রে॥

২য় পূরণ।

ব্রজ-কুল-বধূ বলে, কামনা করিয়া ছলে,
পেয়েছিনু তপোবলে, মনোময় তায় রে।
এবে মোর মন হরি, শ্রীনন্দ-নন্দন হরি,
যান বুঝি মধুপুরী, বধি অবলায় রে॥
মুখে, কুলে, দিয়া কালী, না ভজিতে বনমালী,
রসের কলঙ্ক ডালি, তুলিনু মাথায় রে।

আরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি,
দিয়ে নিলি হেন নিধি, হায় হায় রে॥

৩য় পূরণ।

রাজ্য ত্যেজি রঘুপতি, পঞ্চবটি উপস্থিতি,
অনুজ বনেতে দেখি, মৃগ পিছে ধায় রে।
ভেকধারী নিশাচর, সীতার ধরিয়া কর,
অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় রে॥
জটায়ু শুনিয়া নাট, মারে বীর পাকসাট,
রথসহ রাবণের, গিলিবারে যায় রে।
বজ্রবাণে কাটে পাখ, পলাইয়া মারে ডাক,
এ সময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে॥

৪র্থ পূরণ।

রাহু আসি ঘেরে শশী, চকোর খায় সুধারাশি,
বিপ্র ঋষি উপবাসী, ধিক্ বিধাতায় রে।
রসিক সুজন জন, মান নাহি কদাচন,
অপাত্রে উত্তম দান, ইচ্ছা করি করে রে॥
হতচ্ছেড়ে যত মূঢ়, বেড়ায় যেন পড়ানুড়,
মিছরি ফেলে কোতরা গুড়, গাদ মাত্র খায় রে।
আশার সুসার নয়, দশার বিগুণ হয়,
খোঁড়ার পা খালে পড়ে, হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্ন।

"পায় পায় পায় না।"

পূরণ।

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎস্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায় না।

খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্য দিয়ে আরো, পরিতোষ হয় না।।
ফুরাইল এ সম্পদ, আছে আর এক পদ,
এক্ষণে পরম পদ, কলঙ্ক ত যায় না!
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলী দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না।।

প্রশ্ন।

"পায় পায় পায়।"

পূরণ।

কাঁদি কন বৃন্দাবলী, বলীরাজ শুন বলি,
আসিয়াছে বনমালী, ছলিতে তোমায়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, সুজন সভায়।।
এক পদ আছে বক্রি, প্রকাশ করিল চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহে মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইব বামনের, পায় পায় পায়।।

প্রশ্ন।

"আর না আর না।"

১ম পূরণ।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শ্রীরাম ধানকী।
রুক্মিণীরে আজ্ঞা দিলেন হইতে জানকী।।
যে দয়া করেছ নাথ মনে বড় ঘেন্না।
অভাগীরে সীতে হতে আর না আর না।।

২য় পূরণ।

পতিত হবার লাগি পরের বাটী ধন্না।
পতিত হইয়া কন বৃথা ঘরকন্না॥
আপন বাটী একাদশী পরের বাটী পান্না।
ফলারে ব্রাহ্মণের জন্ম আর না আর না॥

প্রশ্ন।

"টুক্ টুক্ টুক্।"

১ম পূরণ।

দেবাসুরে যুদ্ধ যবে কৈলা ভগবতী।
পদভরে টলমল রসাতল ক্ষিতি।
অধৈর্য্য দেখিয়া হর, পেতে দিলেন বুক।
হর হৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

২য় পূরণ।

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতী।
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি॥
যুদ্ধকালে সুর-অরি পেতে দিল বুক্।
অসুরের কাধে পদ টুক্ টুক্ টুক্॥

৩য় পূরণ।

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে।
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অন্য নাহি হৃদে॥
নয়ন মুদিয়া দেখে সকাল কৌতুক।
হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্॥

৪র্থ পূরণ।

পথমধ্যে দাড়াইয়ে পরমা সুন্দরী।
ভুবন মোহন রূপ যেন বিদাধরী॥

কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুক।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্ ॥

৫ম পূরণ।

এক যুবতী রসবতী জল আনিতে যায়।
অৰ্দ্ধপথে গিয়ে রামা ঋতুমতী হয় ॥
নোলক নাকে কলসী কাঁখে হেলাইয়া বুক।
উরৎ বয়ে পড়ে রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্ ॥

প্রশ্ন।

"সেই সীতে অসিতে।"

পূরণ।

কহেন রাম, হে রাম! কি হারাইলাম সীতে!
কেন বা চাহিলে সীতে সংগ্রামে আসিতে।
দাণ্ডাইলেন হনুমান হাসিতে হাসিতে ॥
জান কি জানকীনাথ জনক-জনিতে?।
অচৈতন্য না থাকিতে তবেঁ দেখিতে।
শতস্কন্ধ বধি, রাম, করাস্ত্র অসিতে।
সমর-সাগরে নাচে সেই সীতে অসিতে ॥

রাজসরকারে রসসাগর মাসিক ত্রিশটাকা করিয়া বেতন পাইতেন। একদা বেতনের টাকা আনিতে গেলে, রাজকৰ্ম্মচারী রামমোহন মজুমদার সম্ভবতঃ অনেক খাটুনির পর রসসাগর টাকার তাগাদা করায়, উক্ত কৰ্ম্মচারী বলেন,—"আর মেনে পারি নে।"—কবি ঐ কথা লইয়া তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন,—

* শতস্কন্ধ রাবন বধের উপাখ্যান হইতে লিখিত।

প্রশ্ন।

"আর মেনে মেনে পারিনে।

পূরণ।

দাড়ি ফেলে শ্রীফেঁদে, সুধু হাঁড়িতে পাতবেঁধে,
রেখেছি বচনে ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে।
সবে বলে মজুমদার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার, পুরস্কার, তৃণবোধ করি নে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে রজত খণ্ড,
কোনরূপে কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়ে পণ্ড করিনে।
কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
পুলোডিনের * পূর্ণোদয়, বাঁচিও না মরিওনে॥
সকলি দুঃখেরি পাড়া, এ রসসাগরের চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কার ধার ধারিনে।
তিন দিগে তিন তেজস্বী, কি হবে অপরস্তা,
কুল দেও মা জগদম্বা, আর মেনে পারিনে॥

প্রশ্ন।

"দেই কি না দেই।"

১ম পূরণ।

রামকে আনিতে গেল বিশ্বামিত্র মুনি।
শুনি দশরথ রাজা লোটায় ধরণী॥
না দিলে শাপয়ে মুনি এখন করি কি।
দিতে হয় দেয়া নয়; দেই কি না দেই॥

---

* প্লাউডিন সাহেব তৎকালে কৃষ্ণনগরের কালেক্টর ছিলেন এবং কৃষ্ণনগরের যাবতীয় ব্রহ্মত্তর কোম্পানীভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২য় পূরণ।

শ্রীরাম হবেন রাজা সীতা হবেন রাণী।
বনেতে যাইবেন রাম স্বপনে না জানি॥
রামসীতে বনে দিয়ে প্রাণে কিসে রই।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥

৩য় পূরণ।

যখন হিমন্ত কন্যা করেছিল দান।
ডাক দিয়া আনিলেন যত আয়োগণ॥
জয়া বিজয়া আর চন্দ্রমুখী হীরে।
সকলেতে আইলেন আয়ো করিবারে।
চরণে আলতা দিতে নাপিতের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥

৪র্থ পূরণ।

ভীম বলে কিচকের শাস্তি দিতে পারি।
অজ্ঞাত হইবে ব্যক্ত এই ভয় করি॥
না দিলে ছাড়য়ে প্রাণ পঞ্চালের ঝি।
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই॥

প্রশ্ন।

"কৃষ্ণ কহো, কৃষ্ণ কহো, রাধা মৎ কহো রে।

পূরণ।

ধরম্ সরম্ কুল ক্রিয়া, মুরলী সব লুঠ্ লিয়া,
জগমে কলঙ্ক দিয়া সোঁহি নাম পাও রে।
সাঁওন সুন্দর কান, মার গেয়ে বিরহ বাণ,
ছোটত রাধিকা প্রাণ, কণ্ঠাগত ভঁয় রে॥

বাকে কি রাজপাঠ, কুবুজে কি লাগি ঠাট,
মথুরা মে তাঁক পাছ, আনন্দমে রহ রে।
কোহেলা তোর পড়ি পাঁও, ছোটি দে গোপ গাঁও,
কৃষ্ণ কহো কৃষ্ণ কহো, রাধা মৎ কহো রে॥

প্রশ্ন।

"সেই ত বটে এই।"

পূরণ।

তরি বৈ আমার হরি আর কিছু নেই।
চরণ দুখানি আন আপনি ধুয়ে দেই॥
নাবিক স্বজাতি পদ পরশিলেক যেই।
ভবনদীরা কণ্ডারী সেই ত'বটে এই॥

প্রশ্ন।

"বড় দুঃখে সুখ।"

পূরণ।

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা কন চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক!
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে সুখ॥

প্রশ্ন।

"লঙ্গ ফেলে দিল।"

পূরণ।

হেন উপকার আর না করিল কেহ।
বিরহিণী বলেন কল্যাণে থাক রাহু॥

যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো।
গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্গ ফেলে দিল॥

প্রশ্ন।

"হরিনামের সঙ্গে খোজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা থোপ।"

পূরণ।

ত্রাশ পেয়ে গন্ধকালী বলে হনুমানে।
সাবধান হও বাপু কালনিমার স্থানে॥
অতিথি করিয়ে বেটা ধর্ম্ম কল্লে লোপ।
হরিনামের সঙ্গে খোঁজ নাই ফট্‌কে রাঙ্গা থোপ॥

প্রশ্ন।

"কাট পাথরে বিশেষ কি।"

পূরণ।

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো,
পরের বাড়ি হবিষ্যি।
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন দুঃখী,
কতগুলি কুপষ্যি॥
যখন ঠেক্‌কে পা, ঘুচ্‌বে লা,
লা হয়ে যাবে মনিষ্যি।
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
কাট পাথরে বিশেষ কি?

প্রশ্ন।

"মক্ষিকার পদাঘাতে কম্প ত্রিভুবন।"

পূরণ।

যশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জৃম্ভন।
লীলাছলে ত্রিজগৎ দেখান নারায়ণ॥

পতঙ্গ পরশে ব্যস্ত মস্তক হেলন।
মক্ষিকার পদাঘাতে কম্প ত্রিভুবন॥

প্রশ্ন।

"বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল"

পূরণ।

দম্পতী-কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ-মন।
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন॥
পতিবাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল।

প্রশ্ন।

"কোন্ ছার পতঙ্গ।"

পূরণ।

আপনি বসেন বাণী যাঁহার বদনে।
হেন কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে॥
মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীম রণে ভঙ্গ।
এ রসসাগর হব, কোন্ ছার পতঙ্গ॥

প্রশ্ন।

"আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

পূরণ।

পেটে খেলে পিঠে সয়, গোবর্দ্ধন কি লোক।
গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক॥
কাঠের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক।
মতিভ্রম পরিশ্রম আস্‌তে আজ্ঞা হোক॥

প্রশ্ন।

"রহ রহ রহ।"

পূরণ।

আর কেন বাক্যবাণে দহ দহ দহ।
শ্যাম-কলঙ্কিনী বাণী কহ কহ কহ॥
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ।
রমণে রমণ করে রহ রহ রহ।

প্রশ্ন।

"মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী।"

পূরণ।

সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাসরাজার বাড়ী।
হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি॥
অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ি।
মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী॥

প্রশ্ন।

"বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা।"

পূরণ।

অনিত্য মানব-লীলা করি সম্বরণ।
করিল শান্তনু রাজা স্বর্গ আরোহণ॥
ভাবেন বিস্ময়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা।
বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা॥

প্রশ্ন।

"পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥"

১ম পূরণ।

অদিতি-নন্দন সেই দেব পুরন্দর।
শিব আজ্ঞে পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদির বর॥

কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

২য় পূরণ।

তর্পণ কালেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন।
তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন॥
শুনিয়া ধর্ম্মের সুত করেন উত্তর।
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর॥

প্রশ্ন।

"পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র।"

পূরণ।

উচ্চরবে কেঁদে কন মাদ্রীর দুই পুত্র।
ষড়যন্ত্রে বধিলাম এহেন সুপুত্র॥
তর্পন কালেতে কুন্তি প্রকাশিল মাত্র।
পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র॥

প্রশ্ন।

"ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি।"

পূরণ।

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দনন্দন।
দুর্জ্জয় মানেতে রাধে মজেছে যখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ।
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ।
শেষে পদ মস্তকেতে নিলেন চক্রপাণি।
ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি॥

প্রশ্ন।

"ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছু মাত্র ভেদ তায় নাই।"

পূরণ।

সুরপুর শূন্য করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি,
ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
দণ্ডিনৃপ দণ্ডে দণ্ডি, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,
অবনীতে উপনীত হন॥
উর্ব্বসীর শাপ খণ্ড, দণ্ডিনৃপতির দণ্ড,
অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্যে এত হলো, ধরাতল স্বর্গস্থল,
কিছু মাত্র ভেদ তার নাই॥

প্রশ্ন।

"প্রাণেশ্বরে মন্মথ।"

পূরণ।

অশোক বনেতে সীতা শোকেতে ব্যাকুল।
ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কূল॥
ফেল রে রামের পাশে শূন্যে আনি রথ।
প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণেশ্বরে মন্মথ॥

রানাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী বংশের শ্রীযুক্ত বাবু নীল কমল পাল চৌধুরীর ছাগল মারার মোকদ্দমা উপলক্ষে রাজ দরবারে বসিয়া কবি নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন।

প্রশ্ন।

"হাটে মামা হারালাম।"

পূরণ।

ঘরে ঘরে বাদা বাদী কেন লাঠি ধারালাম।
অভাগী খুল্লনার মত বনে ছাগল চরালাম॥
যে ছিল সঞ্চিত ধন নেড়ের বুক ভরালাম।
নীলকমল বাবু কাঁদে হাটে মামা হারালাম॥

প্রশ্ন।

"রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল।"

পূরণ।

লক্ষ্মী* নারায়ণা† একচক্র পাত্রে থুয়ে।
দহন করয়ে নর হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল॥

প্রশ্ন।

"পিতামহের মাতামহ রথের সারথী।"

পূরণ।

তুমি আমি মামা আর কৃপ অশ্বত্থামা।
কর্ণদুঃশাসন নহে অর্জ্জুন-উপমা॥
কৌরবের গৌরব পিতামহ রথী।
পিতামহের মাতামহ রথের সারথি॥

প্রশ্ন।

"ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি।"

পূরণ।

আত্মবিস্মৃত হলেন রাজীবলোচন।
এ রস-সাগরে দেখে ভঙ্গ দশানন॥

---

* তণ্ডুল। † জল।

কাটা গেলেন সেনাপতি দেখা দিলেন বিধি।
ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি॥

প্রশ্ন।

"ইষ ইষ।"

পূরণ।

নিমাকাষ্ঠে বসি কৃষ্ণ পদ বাড়াইয়ে।
না জানি হানিল বাণ ব্যাধপুত্র গিয়ে॥
অভাগে বাণের মুখ ছিল তুল্য বিষ।
পড়িল ত্রৈলোক্যনাথ করি ইষ ইষ॥

প্রশ্ন।

"আসল ঘরে মুষল নাই ঢেঁকুশেলে চাঁদোয়া।"

পূরণ।

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে অলি গলি।
দেড় টাকার এক ধুতি পরে খায় এক খিলি॥
হাতে আছে বাঁদন ফুল আড় নয়নে চাওয়া।
আসল ঘরে মুষল নাই ঢেঁকুশেলে চাঁদোয়া॥

প্রশ্ন।

"রাম রাম রাম।"

পূরণ।

সম্পূর্ণ যুবতী নারী বাটীতে রাখিয়ে।
চলিল তাহার পতি বাণিজ্য লাগিয়ে॥
মধুমাস মন্দ মন্দ বহে সমীরণ।
নিশিতে বিদেশী জন দেখিল স্বপন॥
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল।
বাটীতে যাইব বলি মনেতে ভাবিল॥

তিন দিবসের পথ এক দিনে যাব।
নারীসঙ্গ রসরঙ্গ অদ্যপি করিব।
এত ভাবি তাড়াতাড়ি যেতে নিজধাম।
উছট খাইয়া বলে রাম রাম রাম॥

শান্তিপুরে এক জন আধুনিক ধনীর বাটীতে তুলাদান উপলক্ষে রসসাগর নিমন্ত্রিত হন এবং সামান্য বিদায়ী প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে তাঁহার গুণজ্ঞ ও পরিচিত একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন রসসাগর মহাশয় "সাবাস সাবাস" দাতার মুখের উপর তখনই কবিতা করিয়া কবি বলিলেন,—

প্রশ্ন।

"সাবাস সাবাস সাবাস।"

পূরণ।

ধন্য ধন্য বিধাতারে যখন যারে মাপান।
রাজ্য ভাঙ্গি হাতির বোঝা গাধার পিটে চাপান॥
তুল কত্তে মূল দান বেরিয়ে পল্যো কাপাস।
ডল্‌তে ডল্‌তে মাকাটী বেরুলো সবাস সাবাস সাবাস॥

প্রশ্ন।

"এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ।"

পূরণ।

এই কতকক্ষণ রেখে এলাম তুয়ারে দিয়ে ঝাঁপ।
বারে বারে কৃষ্ণ তুই দিচ্ছিস মনস্তাপ॥
ক্রোধ করে মুনিগণ পাছে দেয় শাপ।
এই আছিস্ এই নাই বাপরে বাপ॥

প্রশ্ন।

"কি করে তা দেখি।"

পূরণ।

আশুতোষ কর গঙ্গা আশুতোষ হয়ে।
নারায়ণ বলে মরি তব জলে রয়ে॥
আমি হে পাতকী অতি যমে দিয়া ফাঁকি।
যমদূতে বিষ্ণুদূতে কি করে তা দেখি॥

প্রশ্ন।

"মুন্‌সী গোলাম মোস্তফা।"

পূরণ।

সকল বাণিজ্য হতে ইজরদারী তোফা।
দয়া ধর্ম্ম চক্ষু-লজ্জা ইস্তফা তিন দফা॥
এ রসসাগরে জানেন অনেক চৌগোঁফা।
মনুষ্যত্ব দেখি মুন্‌সী গোলাম মোস্তফা॥

প্রশ্ন।

"বাছা বাছা বাছা।"

পূরণ।

কপ্‌নি পরে অদ্বৈত দেখাইলেন পাছা।
অবধৌত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা।
গৌরাঙ্গ মূড়াইলেন চাঁচর চুলের গোছা।
তোরা তিন জনাই বৈরাগী হলি বাছা বাছা বাছা

প্রশ্ন।

"না বিইয়া কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া।"

পূরণ।

নবদ্বীপ-অধিপতি নৃপতির চূড়া।
ইন্দ্রচন্দ্র এই দ্বারে খেয়ে গেছেন হুড়া॥

সকল নিলা লুঠে পুটে রাখ্‌লে না তার গুঁড়া।
না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া॥

প্রশ্ন।

"দেশের হবে কি।"

পূরণ।

শূদ্রেতে বেদ পড়ে বামন হলো ভেকো।
ছত্রিশ বর্ণ এক হল তার সাক্ষী হুঁকো॥
শ্বশুরে পুত্রবধূ হরে বাপে হরে ঝি।
ইহা দেখে পাখী বলে দেশের হবে কি॥

প্রশ্ন।

"হায় রে পিতৃব্য।"

পূরণ।

কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য।
ছাদ ফেড়ে লয়ে যায় ওমরাও দ্রব্য॥
পাতসাই জিনিষ যত ছিল উপজীব্য।
অধনেন ধনং প্রাপ্ত হায়রে পিতৃব্য॥

প্রশ্ন।

"ধিন্তা ধিন পাকা নোনা।"

পূরণ।

চৈত্রে শিবের আরাধনা।
জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেঁকির মোনা॥
ছোলা কলা গুড় পানা।
ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা॥

প্রশ্ন।

"হরগিজ।"

পূরণ।

সর্ব্বস্ব কালের ঘরে রেখেছি মারগিজ।
আসি লক্ষ বারেও আমার ঘুচলোনা খিরকিজ।।
মন মত্ত অভাগাই সব নষ্টের বীজ।
ওরে এখন কালীপদ ধর্‌লিনে হরগিজ॥

শিব চতুর্দ্দশীর দিন মহারাজ বাহাদুর রাত্রিকালে শিবপূজা করেন, পরদিবস প্রাতঃকালে শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে শিবের কপালোপরি অর্দ্ধচন্দ্র রেখায় পঞ্চামৃত দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়াছে দেখিয়া রসসাগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"আমাবস্যার চন্দ্র পিপীলিকায় খায়"

পূরণ।

শিবরাত্র ঘটাওয়ে, তিন লোক জাগাওয়ে,
পঞ্চামৃত শশীচূড়ে চড়াওয়ে।
ভোরে বি অরুণা, মেরে হাঁকাওয়ে,
আঁচ্‌কো চন্দ্র পিপীলা ন খাওয়ে॥

প্রশ্ন।

"আর সয় না।"

পূরণ।

চাতক পাতকী বড়, করেছে প্রতিজ্ঞা দড়,
শরৎ পর্য্যণ্য ভিন্ন অন্য জল খায় না।
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস,
আশ্বাসে রয়েছে শ্বাস, বিম্বধর ধারা বিম্ব সন্নিধানে ধায় না॥
বিস্তারিয়া ওষ্ঠাধর, নাহি তাহে ধারাধর,
ধরণী তার মূলাধার, সেও তা যোগায় না।

তাহে বিশিষ্ট পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, কুস্থিত কূড়াপৃষ্ঠ
নবঘনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না॥
ঝটিত ঝটিত ঝড়, ঝন্ ঝন্ চড়্ চড়্,
গগনেতে গড় গড় ধড়ে প্রাণ রয় না।
ত্রিদশ মুদ্রার কাত, তিন মাস তনুপাত,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি নাথ বজ্রাঘাত আর সয় না॥

একদা মহারাজা শ্রীবন নামক অট্টালিকার উপরে উঠিয়া চন্দ্রগ্রহণ দেখিতেছিলেন, সঙ্গে রসসাগর প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। সে দিন পূর্ণ গ্রাস হয় নাই—অর্দ্ধ গ্রাস হইয়াছিল। তাহাতে মহারাজা প্রশ্ন করেন, "খেতে খেতে খেল না।" কবি তৎক্ষণ পূরণ করিলেন,—

পূরণ।

খেদে কহে বিরহিনী, মণিহারা যেন ফণী,
অভাগীর পক্ষে হিত, কেহত করিল না।
অবলার ভাগ্যফলে, পশুপতির কোপানলে
মদনেরে এককালে দহিয়ে দহিল না॥
সেতু বন্ধে নানা গিরি, উপাড়িয়া বাঁধে বারি
হনুমান বলবান, মলয়া ভাঙ্গিল না।
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণশশী মুখে পেয়ে,
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, খেতে খেতে খেল না॥

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত রসসাগর গঙ্গা স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাকহরকরা পুলিন্দা লইয়া আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হয়, এবং মুকুন্দ নামক ঘাটের মাঝিকে ডাকিয়া পার করিয়া দিতে বলে। তাহা শুনিয়া এক জন বলেন—"মুকুন্দ মুরারে" কবি তৎক্ষণাৎ পাদ পূরণ করেন,—

পূরণ।

পাপের পুলিন্দা বয়ে তগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাজি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

প্রশ্ন।

"ছি ছি অমৃত পান করেছিলাম কেনে?"

পূরণ।

জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে॥
মোলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
দেবগণের আর্ত্তনাদ আত্ম-অভিমানে॥
ক্ষিতি মুক্তি বারাণসী মহিমা কে জানে।
অমর মরিতে চাহে আসি কাশীস্থানে॥
মলে হতাম দেবের দেব আনন্দ-কাননে।
ছি! ছি! অমৃত পান করে ছিলাল কেনে?

গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর পৌত্রের জন্মসম্বাদে পরমানন্দিত হইয়া রসসাগরকে "মহি দূর কর্ হাম্ নৃত্য করি" এই প্রশ্ন করায় তিনি নিম্ন লিখিত উত্তর দেন,—

পূরণ।

রাজধানী নৃপনন্দন নন্দন চন্দ্রবংশ অবতার হরি।
চৌদ্দ ভূবন জন নাচত গাওত চৌথটযোগিনী তানধরি॥
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর তরতর শ্রীল গিরীশ পুরি।
এতনক বোলে অহিরাজ কহে মহি দূর কর্ হাম্ নৃত্যকরি॥

একদা মহারাজ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে মল্লিকপাড়ার বারইয়ারী-তলায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বারইয়ারী প্রতিমার সিংহ গাভীতে ভক্ষণ করিতেছে। বাটী আসিয়া রসসাগরকে "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর" এই প্রশ্ন করেন, তাহাতে রসসাগর উত্তর দেন,—

কৃষ্ণের নগর ধাম নগর বাহির।
বারোইয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর॥

প্রশ্ন।

"তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।"

পূরণ।

করি, হরি, হরিণী, মরাল, সুধাকর।
পিক আদি তোর নামে, করিদি বিস্তর॥
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে।
তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে॥

"ওরে আমার তুমি।"

পূরণ।

কোম্পানির কৃপাবলে পদ পাইয়াছ।
অন্যায় আইন জারি করে বসিয়াছ॥
বাজেয়াপ্ত কোরে নিলে ব্রহ্মোত্তর ভূমি।
ডিপুটি কালেক্টর-ওরে আমার তুমি॥

প্রশ্ন।

"যাও যাও যাও হে।"

পূরণ।

পরশিয়ে রাঙ্গাপাঁয়, কি বলে ছিলে উমায়,
স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়, ভূমিতে লোটায় হে।
মেনকার হতভাগ্যে, ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,
পাষাণের নাহি সঙ্গে, তাই কি জানাও হে॥
মনস্তাপ খণ্ডি চণ্ডি, মণ্ডপে বসিয়ে চণ্ডী,
চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে।
সম্বৎসর গেল বয়ে, উমা আছে পথ চেয়ে,
আন মহেশ্বরী মেয়ে, যাও যাও যাও হে॥

প্রশ্ন।

"হরিবোল হরি।"

১ম পূরণ।

নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে,
মুনিগণ যজ্ঞস্থলে, রাক্ষসী সংহারি।
পরশি চরণ রেণু, পাষাণী মানবী তনু,
নাবিকেরে দিলা পুনু, স্বর্ণময়ী তরি॥
জনক রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু-শরাসন,
রাম সীতা সুমিলন, মিথিলা নগরী।
ত্যেজে রাজ্য আধিপত্য, সঙ্গিসহ আনুগত্য,
পালিতে পিতার সত্য, হোলে বনচারী॥
সেতুবন্ধ জলনিধি, সবংশে রাবণ বধি,
বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুরী।
জানকি হেন কি পাপি, জ্বলন্ত অনলে ক্ষেপি,
কোমলাঙ্গ পুনরপি, নিলা দগ্ধ করি॥

গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যার মাতা পিতা,
বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম্ম বিচারি।
এ রসসাগরে উক্তি, এবেতো পাইলা যুক্তি,
যদি বলে হব মুক্তি, হরি বোল হরি॥

২য় পূরণ।

ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতল জান,
দেব দ্বিজ অপমান, অবিচার পুরী।
সার্ব্বভৌম নৃপ যিনি, মহা ম্লেচ্ছ কোম্পানি,
কলিকাতা রাজধানী, কলি অবতারি॥
দেশে ভাগ্য নাহি আর, রাজা প্রজা হাহাকার,
কহিতে শকতি কার, প্রাণে যদি মরি।
এ রসসাগরে স্থল, সাজাইয়া ভূমণ্ডল,
শেষে দিলা দাবানল, হরিবোল হরি॥

প্রশ্ন।

" গজের উপরে গজ তদুপরি অশ্ব।"

পূরণ।

হু হু হু হুহুঙ্কার, পদাঘাতে দেহ কার,
হয় বুঝি ছারখার, রসাতল বিশ্ব।
হি হি হি অট্টহাসি, অষ্ট দিগে অষ্ট দাসী,
বিশেষ হৃদয়ে বসি, না করিল দৃশ্য॥
কিং কিং কিং কিমাভাসে, অনায়াসে দৈত্য নাশে,
শোণিতসাগরে ভাসে, শিবের সম্পস্য
হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার,
গজের উপরে গজ, তদুপরি অশ্ব॥

প্রশ্ন।

"কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক।"

পূরণ।

লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্ম্মভোগ,
নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ, গোকুল আতঙ্ক।
কেঁদে কন যশোমতী, জটিলা কুটিলা সতী,
আন জল শীঘ্রগতি, উভয়ে নিশঙ্ক॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ, পড়িল কলঙ্ক-বাজ,
ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ, পাতিলেন অঙ্ক।
ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরেরাম ঘরে যাই,
কলঙ্ক ঘুচাতে এসে, হইল কলঙ্ক॥

প্রশ্ন।

"বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী।"

পূরণ।

রাধা কলঙ্কিণী, ব্রজপুরে ধ্বনি,
জানি বৈদ্যরাজ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, পূরিলা শ্রীহরি,
ভানুর ঝি তায় ভানুর ঝি॥
তব কৃপা হরি, একুম্ভ ঝাঝরি,
পূরিয়া সে বারি আনিয়াছি।
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া,
বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী॥

প্রশ্ন।

"গগনমণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়া।"

পূরণ।

শক্তিশেলে ম্রিয়মান লক্ষণের হতজ্ঞান,
রাম আজ্ঞে হনুমান, গন্ধমাদনে যায়।
ঔষধ সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি,
নন্দীগ্রামে বিভাবরি, গত নিশি পোহায়॥
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চরিত গায়,
হৃদয় ভাসিয়া যায়, নেত্র জলে ধোয়া।
শত্রুঘ্ন দেখ ভেবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে,
গগন মণ্ডলে শিবে, ডাকে হোয়া হোয়া॥

প্রশ্ন।

"হায় হায় হায় রে।"

পূরণ।

দৈত্যবনে দৈবদশা, দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাসা,
দুর্যোধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় রে।
দ্রৌপদীর দেখি ক্লেশ, ব্যস্ত হয়ে হৃষীকেশ,
স্বহস্তে বাঁধিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে॥
উঠ উঠ প্রিয়সখী, পাকস্থলী দেখ দেখি
মেলিতে নাপারি আঁখি, বিষন্ন ক্ষুধায় রে।
পাকস্থলী করে ধরি ভাসিল নয়ন বারি,
দায়ের উপরে হরি, ঘটাইল দায়রে॥
নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপাসিয়া পাকস্থলী,
তৃপ্তোস্মি জগৎ বলি, ভুঞ্জে শ্যামরায় রে।
অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদ্গারে বিস্ময় প্রাপ্ত,
ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত, পালাইয়ে যায় রে॥

গদাহস্ত ভীমরায়, বাহুড়িয়া পুনরায়,
পঞ্চভেয়ে গুণ গায়,ধরি রাঙ্গা পায় রে।
যে ছিল মনের বক্রী, এ রাঙ্গা চরণে বিক্রী,
কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্ন।

"দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।"

পূরণ।

মৃত্যুকালে পাতকী, পড়িয়া খাবি খায়।
সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্মরায়॥
আকার ইঙ্গিতে ভাষে হেন লয় চিত্তে।
শি-কার বি-কার কিম্বা ব্র-কারের দিতে॥
যদি ব্যক্তি, করে উক্তি, কার শক্তি ধরে।
দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে॥

প্রশ্ন।

"নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমদিনী দিনে।"

১ম পূরণ।

জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পালো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে॥
অকালেতে কাল নিশি উভয়ে নাজানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥

২য় পূরণ।

সার্থক শিবের সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে।
একি রূপ অপরূপ তারক ভুবনে॥
ছয় ঋতু চন্দ্র সূর্য্য একই উদ্যানে।
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥

প্রশ্ন।

"বন্ধ্যা নারীর অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।"

পূরণ।

যামিনী কামিনী বন্ধ্যা সুমেরুর ছায়।
উপজিল তম-পুত্র অন্ধকার প্রায়॥
ক্রমে ক্রমে উগরায় ক্রমে ক্ষয় পায়।
বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়॥

প্রশ্ন।

"সেইতো যেতে হোলো।"

পূরণ।

চন্দ্রাবলী সহ কেলি যদি বাঞ্ছা ছিল।
সঙ্কেত করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল॥
সুখের যামিনী জানি দুঃখে পোহাইল।
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে সেইতো যেতে হোলো॥

প্রশ্ন।

"নিশি অবসান।"

পূরণ।

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশীবয়ান।
শুকতারা আগমনে শশী ম্রিয়মাণ॥
লোকেতে দেখিলে হবে মোর অপমান।
গাত্রোত্থান কর নাথ নিশি অবসান॥

প্রশ্ন।

"স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়।"

পূরণ।

পুত্রের পরম ইচ্ছা পিতা হয় অতি।
শাশুড়ীর সাধ মনে জামাতারে পতি॥
পুত্রবধূর পরমেচ্ছা শ্বশুর লাগে গায়।
স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায়॥

প্রশ্ন।

"সতীবাক্য রক্ষাহেতু বেদবাক্য নড়ে।"

পূরণ।

রুগ্ন পতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে।
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে॥
চন্দ্র সূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে।
সতীবাক্য রক্ষা হেতু বেদবাক্য নড়ে॥

প্রশ্ন।

"তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে।"

পূরণ।

কেকৈ বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে।
মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিত হোয়ে॥
দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে।
তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে॥

প্রশ্ন।

"ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাত্র।"

পূরণ।

বার বার যাতায়াত নিজ কর্ম্মসূত্র।
পূর্ব্ব কথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র॥

জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র।
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র ॥

প্রশ্ন।

"হাটশুদ্ধ এইতো।"

পূরণ।

দেহের গৌরব মন, পর ভার্য্যা পর ধন,
বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কুর নাইতো।
পশু পক্ষী কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে,
দেহ রত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেই তো ॥
এরস সাগরে মত্ত, সম্পদ গিরীশ দত্ত,
থাকিলে কিঞ্চিত স্বত্ব, পরিচয় দেই তো।
মন তুমি বড় মন্দ, ত্যজে কালী পাদপদ্ম,
কাল পাশে হলে বদ্ধ, হাট শুদ্ধ এইতো ॥

প্রশ্ন।

"বদর বদর।"

পূরণ।

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর।
টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর ॥
শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর।
পাথারে পড়িলে তরী বদর বদর ॥

প্রশ্ন।

"লাগে তীর না লাগে তুক্কা।"

পূরণ।

গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের তুক্কা।
গ্রন্থ পাঠ গাজে হুক্কা ॥